International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VIII, Issue-I, January 2022, Page No. 01-15
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v8.i1.2022.01-15

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষে ও জাতি গঠনে ভারতকন্যা লোকমাতা নিবেদিতার অবদান

Dr. Sanghamitra Chanda

Assistant Professor, Department of Political Science, Sister Nibedita Govt. General Degree College for Girls, Hastings House, Alipore, Kolkata, West Bengal

Abstract:

The greatest feature of Indian history is that India has always been a fusion of many cultures. No ethnic, linguistic or regional analysis is enough to fully understand India. Perhaps it is not possible to understand this great country only by looking at the parts that make up India. In order to understand India, it is necessary to understand every element that has helped in shaping the nature and destiny of India. Sister Nivedita wanted to bring the people of India from all kinds of darkness to the path of light by awakening a sense of nationalism in the hearts of Indians. Nationalism is a very important ideology whose virtues are much debated. Nivedita's contribution to the history of Indian nationalism has not been fully discussed even today. India is indebted to this foreigner by birth who devoted herself entirely to the service and welfare of Indians. In the first half of the twentieth century, the tide of renaissance in Bengal and India was directly influenced and inspired by Sister Nivedita. The purpose of this article is, therefore, to make a brief attempt to describe Nivedita's contribution in building nationalism in pre-independence India. This article also tries to give a brief review of Sister Nivedita's ideas on Indian nationhood and nationalism.

Keywords**: **Freedom Struggle, Indian Culture, Nationalism, Patriotism, Self independence, Women's Education

ভারতীয় ইতিহাসের সবথেকে বড় বৈশিষ্ট্য হলো ভারত চিরকালই বহু সংস্কৃতির সংমিশ্রণ। জাতিগত, ভাষাগত বা আঞ্চলিক কোন বিশ্লেষণই ভারতকে সম্পূর্ণরূপে বুঝবার জন্য যথেষ্ট নয়। সম্ভবত যে অংশগুলির দ্বারা ভারত গঠিত সেই অংশগুলিকে ভিন্ন ভাবে দেখলে ভারতকে বোঝা সম্ভব নয়। ভারতকে বুঝতে গেলে তার প্রতিটি উপাদানকে যা ভারতের প্রকৃতি ও ভাগ্য তৈরিতে সহায়ক হয়েছে সেই সবকিছুকেই বোঝা প্রয়োজন। ভারতীয় ঐক্যের মধ্যে যে একটি জৈবিক প্রয়োজনীয়তা আছে নিবেদিতা তা উপলব্ধি করেছিলেন, তাঁর মনে হয়েছিল যে ভারতের প্রতিটি অংশ নিয়েই সমগ্র ভারত গঠিত। তাই ভারতের

কোনো অঞ্চল বা অংশ এই সমগ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবেনা। ভগিনী নিবেদিতা ভারতবাসীর অন্তরে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার মাধ্যমে ভারতের আপামর জনগণকে সমস্ত ধরণের অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসতে তথা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে তাঁর সম্পূর্ণ জীবন বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

জাতি ও জাতীয়তাবাদ:

ভারতীয় জাতীয়তাবাদে নিবেদিতার অবদান সম্পর্কে জানার জন্য প্রয়োজন জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান। জাতীয়তাবাদ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ যার গুণাগুণ সম্পর্কে বহু বিতর্ক বর্তমান। অনেকের মতে এটি এমন একটি আদর্শ যা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে রাষ্ট্র গঠনে অনুপ্রাণিত করে। আবার অনেকের মতে এই জাতীয়তাবাদী আদর্শ হলো বিশ্ব শান্তির পথে বাঁধা স্বরূপ। জাতীয়তাবাদের সঙ্গে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ ধারণা গভীর ভাবে জড়িত। এই জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য জনসমাজ, জাতীয় জনসমাজ ও জাতি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।

জনসমাজ: রাষ্ট্র বিজ্ঞানী বার্জেস বলেছেন, " জনসমাজ হলো সেই জন সমষ্টি যারা একই ভূখণ্ডে বসবাস করে, যাদের ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, আচার - আচরণ অভিন্ন এবং যাদের অধিকার বোধে ও অভিযোগে ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায়।" এই ভাবে একই জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত একই ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনসমষ্টি জনসমাজে পরিণত হয়।

জাতীয় জনসমাজ: জনসমাজ ক্রমান্বয়ে পরিণত হয় জাতীয় জনসমাজে। জাতীয় জনসমাজ হলো এমন একটি ঐক্যবদ্ধ জনসমষ্টি যারা নিজেদের অন্য জনসমাজ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বলে মনে করে। বলা যায় জনসমাজের মধ্যে যখন রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে তখন জাতীয় জনসমাজ গঠিত হয়। বিভিন্ন রাষ্ট্র বিজ্ঞানীর মতে জাতীয় জনসমাজ হলো একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমার মধ্যে বসবাসকারী এমন এক জনসমাজ যাদের মধ্যে বংশ, ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্নতা থাকলেও ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ।

জাতি: জনসমাজ ক্রমবিকাশের পথে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত হলে জাতি গঠিত হয়। জাতি শব্দটি বাংলায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হলেও রাজনীতির ভাষায় জাতি হলো জনসমাজের রাজনৈতিক রূপ। গিলক্রিস্ট এর ভাষায় বলা যায় জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জনসমাজ নিজস্ব রাষ্ট্র গঠন করলে জাতির সৃষ্টি হয়। জাতীয় জনসমাজের স্বাতন্ত্র্যের ইচ্ছা প্রসারিত হয়ে যখন পৃথক রাষ্ট্র ও সরকার গঠনের দাবী জানায় তখন জাতির সৃষ্টি হয়।

জাতীয় জনসমাজের সৃষ্টি হবার পিছনে বাহ্যিক এবং ভাবগত উপাদান বর্তমান। বাহ্যিক উপাদানের মধ্যে রয়েছে ভৌগলিক সান্নিধ্য, বংশগত ঐক্য, ধর্মগত ঐক্য, ভাষাগত ঐক্য, অর্থনৈতিক সমস্বার্থ, রাজনৈতিক ঐক্য।

রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের মতে এই উপাদানগুলোর কোনোটিই অপরিহার্য নয়। জাতীয় জনসমাজ গঠনে ভাবগত উপাদান হলো প্রধান। সুদীর্ঘকাল ধরে একসাথে বসবাস করার ফলে জনসমাজের মধ্যে ভাবগত ঐক্য সৃষ্টি হয়। এই ভাবগত ঐক্য একটি জনসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং অন্য জনসমাজ থেকে আলাদা করে। আর এই ভাবগত ঐক্যের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে জাতীয়তাবোধ।

জাতীয়তাবোধ বা জাতীয়তাবাদ একটি বিতর্কিত রাজনৈতিক মতাদর্শ। এটি একটি ভাবগত বা মানসিক ধারণা। ল্যাস্কি, লয়েড এই ধারণা পোষণ করেন। বংশ, ভাষা, ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়গুলির একটির বা একাধিক কারণে যখন কোনো জনসমষ্টির মধ্যে গভীর একাত্ববোধ সৃষ্টি হয় তখন তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হয়। এই জাতীয়তাবোধের সঙ্গে দেশপ্রেম মিলে যে রাজনৈতিক আদর্শ সৃষ্টি হয় তাকেই জাতীয়তাবাদ বলে। এই জাতীয়তাবাদ প্রকাশ পায় প্রতিটি জাতির নিজেদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবীর মাধ্যমে।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে নিবেদিতার দৃষ্টিভঙ্গি:

নিবেদিতা মনে করেছিলেন ভারতবর্ষকে বুঝতে হলে তার জাতীয়তাবাদের ভিত্তি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন হওয়া প্রয়োজন। নিবেদিতা কখনই মনে করেননি ব্রিটিশরা আসার আগে ভারতবর্ষে একট সুসংগঠিত জাতি গঠিত হয়নি। সম্রাট অশোক, চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, আকবর এবং তাঁর উত্তর পুরুষরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ যা ঐতিহাসিক ও সামাজিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সে সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন এবং তাকে আরও সুগঠিত করতে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন করছেন। আধুনিক জাতীয়তাবাদের ধারণা যদিও একটি পশ্চিমী তত্ত্ব তা সত্ত্বেও প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন সময়ে যে ঐক্য গড়ে উঠেছে নিবেদিতার মতে তাই ভারতকে ভবিষ্যতের জাতি রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

নিবেদিতার মতে জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠে অভিন্ন বাসস্থান, স্বার্থ ও ভালোবাসার উপর ভিত্তি করে, ভারতবর্ষে যার কোনও অভাব নেই। যদিও ধর্মগত, ভাষাগত আঞ্চলিক পার্থক্য ভারতবাসীর মধ্যে আছে তা সত্ত্বেও প্রাচীন কাল থেকে মহান সত্যের উপর ভিত্তি করে যে অভিন্ন সংস্কৃতি ভারতে গড়ে উঠেছে তা একই ভাবে আধুনিক কালেও প্রবাহমান। ভারতীয় ঐক্যের ভিত্তি স্বরূপ নিবেদিতা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন ভারতবাসীর পরিবারের প্রতি বিশেষত মায়ের প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্য এবং বয়স্কদের পরিবারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উপর।

জাতীয়তাবাদের ভিত্তিপ্রস্তর গড়ে ওঠে কোন রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক এবং ভৌগলিক পরিবেশের ওপর। নিবেদিতার মতে ভারতের জাতীয়তাবাদের পিছনে এই দুটি বিষয়ের ভূমিকা অস্বীকার্য। ভারতীয় ইতিহাস ভারতীয় সভ্যতা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তিনি বলেন যে ইউরোপীয় পণ্ডিতরা বহু ক্ষেত্রেই ঔপনিবেশিক স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, আবার অনেক সময়ই তারা ভারতের সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে ছিলেন অজ্ঞ। নিবেদিতা মনে করতেন ভারতের সঠিক ইতিহাস প্রণয়নের আগে প্রয়োজন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভের। জাতি গঠনের অপর গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি ভৌগলিক অভিন্নতা

এবং অন্য জাতির থেকে ভৌগলিক পার্থক্য। নিবেদিতা বলেন ভৌগলিক ভাবে ঐক্যবদ্ধ জনসমষ্টি জাতি রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারে, ভারতবর্ষে যার যথেষ্ট সম্ভাবনা বর্তমান। নিবেদিতার মতে ভারতীয় ঐক্য হলো বিভিন্নতার মধ্যে সংমিশ্রণ। তিনি বলেন, "...India is and always has been a synthesis. No amount of analysis—racial, lingual, or territorial—will ever amount in the sum to the study of India...Perhaps all the parts of a whole are not equal to the whole."[i]

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, নিবেদিতা ও সমসাময়িক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ:

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে অরবিন্দ ও নিবেদিতার রাজনৈতিক আদর্শ ও উদ্দেশ্যগুলি এমন ছিল যা কর্মক্ষেত্রে তাদেরকে সংঘবদ্ধ করেছিল। গোপনীয়তা রক্ষার্থে দুজনের মধ্যেকার যোগাযোগ যে সবসময় খুব প্রত্যক্ষ ছিল এমন নয় তবে একটি সুসংহত সংযোগ অবশ্যই ছিল যা ১৯০৫ সাল থেকে অধিকতর সংগঠিত হয়ে ওঠে। নিবেদিতার রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম অঙ্গ হল সাংবাদিকতা। অরবিন্দের মতই নিবেদিতাও যে কোন বিষয়ের উপর বিশেষত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়ের উপর অসম্ভব ভাল লিখতে ও বক্তৃতা দিতে পারতেন। বিভিন্ন পত্রিকা যেমন প্রবুদ্ধ ভারত, নিউ ইন্ডিয়া, দ্য মডার্ন রিভিউ, দ্য স্টেটসম্যান, দ্য টাইম্‌স অফ ইন্ডিয়া, ডন সোসাইটির পত্রিকায় তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখেছেন। এই লেখালেখি ও বক্তৃতার মাধ্যমে অর্জিত ধনরাশি একটি অংশ যেমন বোসপাড়া লেনের স্কুলের উন্নয়নকল্পে ব্যবহৃত হতো তেমনি কিছু অংশ বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী সংগঠনের সাথে যুক্ত সমিতি গুলির সাহায্যার্থে ব্যবহৃত হতো। ধর্ম ও রাজনীতির উপরে একই ধরনের লেখালেখি তাদেরকে একই সূত্রে আবদ্ধ করেছিল। ভিন্ন মাত্রায় হলেও নিবেদিতা ও অরবিন্দ দুজনেরই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র দেশে জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগরিত করা। নিবেদিতা বলেন " India must become obsessed by this great conception[of Nationality]"[ii]

অরবিন্দ যে দীর্ঘ সময় ইংল্যান্ডে অতিবাহিত করেছিলেন বিশেষত কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাকালে তাঁর মধ্যে তাত্বিক দেশপ্রেমের ভাব ত্বরান্বিত হয়। এইসময় তিনি ভারতীয় বিতর্কমূলক সংগঠন 'মজলিস' ও একটি গোপন সংগঠন 'Lotus and Dagger' এর সাথে যুক্ত হন। ইংল্যান্ডে থাকাকালীন তিনি পৃথিবীর অনান্য দেশের স্বশাসন সংক্রান্ত আন্দলনে অতি উৎসাহী হয়ে পড়েন। ইতালির আধাত্মিক জাতীয়তাবাদী নেতা মাৎসিনি, আয়ারল্যান্ডের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, আমেরিকা, নেদারল্যান্ড ও ফ্রান্সের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তাকে ভীষণ ভাবে প্রভাবিত করে।

সেক্ষেত্রে অরবিন্দের রাজনৈতিক অনুপ্রেরনার সাথে নিবেদিতার রাজনৈতিক মতাদর্শের মিল দেখা যায় যার অন্যতম কারন একই ধরনের রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষালাভ। যে সময় অরবিন্দ কেমব্রিজে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আদর্শের সাথে পরিচিত হচ্ছেন, ১৮৯০ এর দশকের ঠিক সেই সময়ই নিবেদিতা উইম্বলডনে পড়াবার সময় পরিচিত হচ্ছেন রাস্কিন অনুপ্রানিত সমাজতন্ত্রবাদী ও অনান্য বিপ্লবীদের সাথে এবং যোগদান করছেন আয়ারল্যান্ডকে মুক্ত করার দাবীতে সংগঠিত বিভিন্ন অধিবেশনে। অরবিন্দের মতোই

নিবেদিতাও যে শুধুমাত্র জাতীয়তাবাদী আদর্শের সাথে পরিচিত হচ্ছেন তাই নয় অনুপ্রানিত হচ্ছেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সংগঠিত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সাথে যা কিনা সমস্ত স্বাধীনতাকামী মানুষের কাছে আদর্শ।

সতীশ চন্দ্র মুখার্জ্জী ছিলেন ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা। নিবেদিতা ও অরবিন্দ উভয়ই এর সাথে যুক্ত ছিলেন। এটি মূলত জাতীয় শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও কিছু রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের ব্যাপারে যুক্ত ছিল। ১৯০২ বা ১৯০৩ থেকে ১৯০৭ সালের সুরাট অধিবেশনের ভাঙ্গনের সময় পর্যন্ত অরবিন্দের মূল লক্ষ্য ছিল কংগ্রেসকে করায়ত্ত করে সেটিকে একটি সুসংগঠিত রাজনৈতিক কার্যকলাপের হাতিয়ারে পরিণত করা। এটা এমন একটা স্বপ্ন যার সাথে নিবেদিতাও পরোক্ষ ভাবে যুক্ত ছিলেন।

১৯০২ থেকে ১৯০৭ সালের মধ্যে অরবিন্দ ব্রিটিশ রাজের রাজধানীতে একটি চরমপন্থী আন্দোলন সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন একটি কেন্দ্রীয় পরিষদের ছত্রছায়ায় যার পাঁচজন সদস্য ছিলেন প্রমথনাথ মিত্র, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাস, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নিবেদিতা। এই কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কলিকাতায় ছড়িয়ে থাকা সমস্ত জাতীয়তাবাদী সংগঠনের সংযোগ স্থাপনকারী প্রশাসনিক কমিটি হিসাবে কাজ করার যার গোপন নেতৃত্ব দেবেন অরবিন্দ স্বয়ং। এই পরিকল্পনাটির খসড়া আংশিক ভাবে পাওয়া যায় ১৯০৫ সালের বৈপ্লবিক পুস্তিকা ' ভবানী মন্দির'-এ। কিন্তু এই বৈপ্লবিক পরিষদ তার উদ্দেশ্য পূরণে সফল হয়নি এবং পরবর্তীকালে এই পরিষদটি ভেঙে দেওয়া হয়। এই সময় বিভিন্ন যুব গোষ্ঠী ও ছাত্র গোষ্ঠী রাজনৈতিক ভাবে কলিকাতায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। এই সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠনগুলির সাফল্যে শিক্ষয়িত্রী ও সাহায্য প্রদানকারী হিসাবে নিবেদিতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। নিবেদিতা তাঁর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ১৯০৩ সালের মধ্যে জাতীয়তাবাদী কলকাতার আবর্তে নিজেকে এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন।

নিবেদিতা অনুশীলন সমিতির সদস্যদের বৈপ্লবিক ও নৈরাজ্যবাদী তত্ত্বের সাথে সাথে ভারতীয় ইতিহাসের প্রশিক্ষণ দিতেন। তিনি অনুশীলন সমিতিতে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার উপর প্রায় ১৫০ টি বই বিতরণ করেন যার মধ্যে অন্যতম হলো বৈপ্লবিক বাংলার বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী গ্রন্থ, আইরিশ বিপ্লবের উপর বিভিন্ন গ্রন্থ, মার্কিন ও ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাস, ডাচ প্রজাতন্ত্রের ইতিহাসের উপর গ্রন্থ, সিপাই বিদ্রোহের ইতিহাসের উপর গ্রন্থ, গ্যারিবল্ডি ও মাৎসিনির জীবনীর উপর কিছু গ্রন্থ, দাদাভাই নওরোজীর ও রমেশ চন্দ্র দত্তের লেখা বই। নিবেদিতা মনে করতেন বিভিন্ন দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তুলনামূলক শিক্ষা ও আলোচনার মাধ্যমে ভারতীয় বিপ্লবীদের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা সুগঠিত ও তীক্ষ্ণ হবে। নিবেদিতা তাঁর ‘ The Master as I saw him’ গ্রন্থে বলেছেন কোন দেশকে অগ্রগতি করতে হলে তাকে নিজ দেশের সাথে সাথে অন্য দেশের আদর্শ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে হবে। তিনি জাতীয়তাবাদী জ্ঞানলাভের জন্য আন্তর্জাতিক এবং স্থানীয় তত্ত্ব ও লেখার সংমিশ্রনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

মিশনের সাথে সম্পর্ক ছেদের পর জাতীয়তাবাদী সচেতনতা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে নিবেদিতা উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বক্তৃতা দিতে শুরু করেন যার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর হলো বরোদা যেখানে তিনি শক্তি ও এশিয়ার ঐক্যের উপর ভাষণ দেন এবং একই সাথে বরোদার শাসক গায়কোয়ারের সাথে দেখা করে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে আহবান করেন। বরোদা স্টেশনে নিবেদিতাকে অভ্যর্থনা করেন অরবিন্দ ঘোষ ও রমেশ চন্দ্র দত্ত। স্বাক্ষাতে দুজনেই পরস্পরের মধ্যে জাতীয়তাবাদী গুণের সন্ধান পান। প্রথম স্বাক্ষাতে শোনা যায় যে নিবেদিতা অরবিন্দকে স্বামীজীর ' রাজযোগ ' বইটি উপহার দেন এবং আস্বস্ত করেন এই বলে যে "I am your Ally" ।[iii]

প্রগতিশীল ধর্মবিশ্বাসী হিসাবে এবং সক্রিয় রাজনৈতিক রূপান্তরের সমর্থক হিসাবে তিনি তাঁর অবিচল জাতি গঠনের কাজ কর্মের মধ্যে দিয়ে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা ছড়িয়ে দেবার কাজ করেছেন। শুধু তাই নয় তিনি যেসমস্ত সংগঠনে বিভিন্ন দেশের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার সম্পর্কিত পুস্তিকা সরবরাহ করেন তারাও এর দ্বারা জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনা সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়। স্বশাসনের অন্যান্য পথ রুদ্ধ হয়ে গেলে নিবেদিতা যেভাবে সশস্ত্র বিপ্লবের সমর্থন করেছেন এবং একজন জাতীয়তাবাদীর শারীরিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উপর জোড় দিয়েছেন সেক্ষেত্রে একথা পরিষ্কার যে বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যুক্ত থাকাটাকে অস্বীকার করা যায় না। যদিও শোনা যায় যে তিনি তাঁর বিপ্লবী বন্ধুদের যেমন বারীন ঘোষকে তাদের চরমপন্থী কার্যকলাপ সম্পর্কে তাঁর সাথে আলোচনা করতে নিষেধ করেন। ১৯১০ সালে একটি বিশেষ চরমপন্থী কার্যে তাঁর নিজেস্ব রিভলবার দিতে অস্বীকার করেন। আবার অন্যদিকে ১৯০৭ সালে তিনিই নাকি বারীন ঘোষকে প্রেসিডেন্সি কলেজের গবেষণাগারে জগদীশ চন্দ্র বোস এবং প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের সহকারী হিসাবে নিযুক্ত করতে সাহায্য করেন যাতে বারীন ঘোষ বোমা বানাবার উপাদানের সাথে পরিচিত হতে পারেন। এই ঘটনা গুলির পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে বলেন যে বাংলার চরমপন্থী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান মস্তিস্ক ছিলেন নিবেদিতা এবং অরবিন্দের ১৯০৬ সালে স্থায়ী ভাবে কলকাতায় ফায়ার আসার পিছনেও নাকি তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[iv]

১৯০২ সালের পরের পাঁচ বছর তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপ আংশিকভাবে পরোক্ষ এবং গোপনীয় রূপ ধারণ করে যদিও তা প্রত্যক্ষ আন্দোলনে জ্বালাময়ী রসদ জুগিয়েছিল। ১৯০৪ সালে নিবেদিতা পাটনায় এক বক্তৃতায় বলেন যুবকদের সম্পূর্ণভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নিয়োজিত হতে হবে।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন বাংলার চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতাদের বিস্মিত করে। এই আন্দোলন তাদের নতুন করে ভাবতে শেখায় সাধারণ জনসাধারণের সাথে তাদের বৈপ্লবিক কর্মকান্ডের আপেক্ষিক দূরত্ব সম্পর্কে। আবার অন্যদিকে এই আন্দোলনের মধ্যে তারা সাধারণ জনগণকে জাতীয়তাবাদী কাজকর্মে প্রত্যক্ষ ভাবে অংশগ্রহণ করার স্বপ্নকে সার্থক হতে দেখে। নিবেদিতা ও অরবিন্দের মতো নেতৃবর্গ দ্রুত নতুন ধরণের আন্দোলনের সাথে নিজেদের মানিয়ে নেন। অরবিন্দ মনে করতেন ইতিহাস নিজের নিয়ম তৈরী করে এবং মানুষকে তার সাথে মানিয়ে নিয়ে চলতে হয়। স্বদেশী আন্দোলন একই ভাবে চরমপন্থাকে

রাজনৈতিক বিতর্কের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রদান করে যার ফলে নতুন নতুন সমিতি গড়ে ওঠে। এই সময় অরবিন্দ হিংসাত্মক আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তোলাটা চেষ্টা করতে থাকেন। অন্যদিকে নিবেদিতা নতুন রাজনৈতিক আদর্শ স্বরাজ লাভ করার জন্য অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে জাতীয় স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য তার সমিতি সম্পর্কিত কার্যকলাপকে সেই ভাবে পরিবর্তন করেন। এই নতুন ধরণের আন্দোলনের ক্ষেত্রে আবারও তিনি বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গের মধ্যে মুখ্য সমন্বয় সাধনকারীর ভূমিকা পালন করতে থাকেন। স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের সময় তিনি বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের সাহায্য করেন যাতে তারা সুসংগঠিত ভাবে স্বদেশী দ্রব্যের চাহিদা পূরণ করতে পারেন। স্বদেশী আন্দোলনের রণকৌশলের অন্তর্গত ছিল ব্রিটিশ পণ্য বয়কট এবং দেশীয় উৎপাদন প্রক্রিয়ার ও শিল্পের উন্নতিসাধন। নিবেদিতা এই আন্দোলনকে সর্বত ভাবে সাহায্য করেন। এমনকি তিনি ভারতীয় যুবকদের আমেরিকায় পাঠাবার ব্যবস্থা করেন যাতে দেশীয় যুবকেরা পশ্চিমী শিল্প ও ব্যবসার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে পারে। ফলে দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশী জিনিসপত্রের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে। ১৯০৬ সালের ২১শে নভেম্বর মিস ম্যাকলয়েডকে লেখা চিঠিতে নিবেদিতা Mr. Whitmarsh এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন যিনি একজন ভারতীয় যুবককে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন কলকারখানা ঘুরে দেখতে সাহায্য করেন।[v]

তিনি এবং অরবিন্দ দুজনেই কংগ্রেসের জাতীয় ও আঞ্চলিক অধিবেশনে প্রত্যক্ষভাবে নিজেদেরকে চরমপন্থী অংশের সাথে যুক্ত বলে স্বীকার করেন। নিবেদিতা ১৯০৫ সালের শেষ দিকে বেনারস এবং অরবিন্দ ১৯০৬ সালের এপ্রিলে বরিশালে চরমপন্থী আন্দোলনকে উৎসাহ প্রদান করেন। দুজনেই আলাদা আলাদা ভাবে মনে করতেন যে কংগ্রেসের আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদের পথ অনুসরণ করা উচিত।

বিভিন্ন লেখা, আবেদনপত্র এবং নরমপন্থী নেতা যেমন গোখেলদের স্বদেশী ও বয়কটের মূল্য সম্পর্কে সচেতন করার মাধ্যমে নিবেদিতা গোপনে চরমপন্থী আন্দোলনের তত্ত্ব রচনা করেছিলেন যা প্রস্ফুটিত হয় বেনারসে।[vi]

১৯০৬ সালের মার্চে বারীন ঘোষ ও যতীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠা করেন বাঙালি পত্রিকা যুগান্তর যার সম্পাদকের ভূমিকায় ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের নাম যদিও সম্পূর্ণ সম্পাদকীয় নিয়ন্ত্রণ হয়তো ছিল অরবিন্দের হাতে। এই পত্রিকাটি নিবেদিতার বাড়ি থেকে প্রকাশিত হতো।[vii]

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে হিংসাবৃদ্ধির কারণে রাজনৈতিক অস্থিরতা কলকাতায় ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯০৭ সালের মে মাসে বোমা বিস্ফোরণের পরবর্তীকালে পুলিশি অতি সক্রিয়তার কারণে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রধান ভূমিকা থেকে নিবেদিতা ও অরবিন্দকে সরে যেতে হয়। বোমা বিস্ফোরণের দুই মাস পরে অভিযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের জামিনে নিবেদিতার সক্রিয় হাত থাকায় পুলিশি তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সেই বছর নিবেদিতা ইংল্যান্ডে ফিরে যেতে বাধ্য হন।

এইরকম উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বাংলার রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে নিবেদিতার প্রস্থান বহু বিতর্কিত তত্ত্বের জন্ম দিয়েছে। অনেকের মতে ১৯০৬ সাল থেকে শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি প্রত্যক্ষ

রাজনীতি থেকে সরে এসে লেখালেখি এবং ভারতীয় শিল্পকলার পূর্ণজাগরণের ক্ষেত্রে ব্রতী হন। অতএব, স্বাস্থের কারণে রাজনীতির প্রধান মঞ্চ থেকে তাঁর সরে যাওয়ার তত্ত্বের যথেষ্ট ন্যায্যতা আছে।

অনেকের মতে তৎকালীন রাজনৈতিক নেতারা তাঁকে এই সিদ্ধান্ত নিতে অনুরোধ করেছিলেন পারস্পরিক নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে। এর সাথে যুক্ত আছে আর একটি জাতীয়তাবাদী তত্ত্ব যেখানে বলা হয় তৎকালীন পুলিশি অতি সক্রিয়তা ও অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিদেশে চলে যাবার নিবেদিতার অন্যতম কারণ হতে পারে এই যে, যাতে তিনি লন্ডনে থেকে নিরাপদ ভাবে তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে পারেন ।

দেবজ্যোতি বর্মনের মতে বাংলার সমস্ত চরমপন্থী পত্রপত্রিকার উপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় নিবেদিতা হয়তো ' বন্দেমাতরম ' পত্রিকার জন্য জেনেভা বা লন্ডনে কোন বিকল্প প্রকাশনের মাধ্যম গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন।[viii] প্রকাশনা সংক্রান্ত কারনে নিবেদিতা বিদেশে অবস্থিত যেসমস্ত বিভিন্ন ভারতীয় বিপ্লবী ও সংগঠনের কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা, বিনয়ক সাভারকর এবং লন্ডনে অবস্থিত ইন্ডিয়া হাউসের নেতৃবর্গ ।[ix]

আমেরিকায় ১৯০৯ সালের প্রথম দিকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সহায়তার উদ্দেশ্যে বক্তৃতার দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে তিনি পুনরায় প্রবাসী ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতাদের সংস্পর্শে আসেন যার মধ্যে অন্যতম ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।[x]

লন্ডনে থাকাকালীন নিবেদিতার প্রিন্স ক্রপটকিন এবং W.T. Stead এর সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি পায় এবং এই সময় তিনি যেসমস্ত ভারতপন্থী ব্রিটিশ নেতাদের সাথে বৈঠক করেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আইরিশ সাংসদ William Redmond, W. S. Blunt, আইরিশ জাতীয়তাবাদী নেতা C. J. O'Donnell এবং Keir Hardie । সুতরাং তিনি পৃথিবীর যেখানেই থাকুন ভারতবর্ষের স্বার্থই ওনার মনে চিরস্থায়ী ছিল। ১৯০৯ সালের মাঝামাঝি কলকাতায় ফিরে আসার পরে তিনি বেশ কিছুদিন পুলিশি তৎপরতা থেকে দূরে থাকার জন্য ছদ্ম পরিচয় অবলম্বন করেছিলেন। এই বছরই অরবিন্দ আলিপুর জেল থেকে মুক্তি পান। এই প্রথম অরবিন্দের সাথে নিবেদিতার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। অরবিন্দ পরবর্তীকালে লেখেন - "I began [now] to make time to go and see her occasionally at Baghbazar. "[xi]

এই সময় নিবেদিতা বোসপাড়া লেনের স্কুলের দ্বায়ীত্বে থাকলেও তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় ভারতে শিল্প সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ বা জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলন যার পীঠস্থান হয়ে দাঁড়ায় কলকাতা। আয়ারল্যান্ডের অভিজ্ঞতার নিরিখে তাঁর মনে হয়েছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যে থেকে সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ হওয়া একান্ত প্রয়োজন যা জাতিকে মুক্তির আস্বাদ দিতে পারে।[xii]

১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অরবিন্দ চন্দন নগরে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। তার আগে পর্যন্ত নিবেদিতা বা অরবিন্দ কেউই আনুষ্ঠানিক ভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব থেকে সরে যাননি। মানে করা হয় যে নিবেদিতা অরবিন্দকে পালাতে সাহায্য করেন। শুধু তাই নয় ১৯১০ সালের এপ্রিল মাসে

অরবিন্দ চন্দন নগর ছেড়ে পন্ডিচেরিতে চলে যাবার আগে নিবেদিতা চন্দননগরে তাঁর সাথে স্বাক্ষাৎ করেন যদিও অরবিন্দ এই ঘটনাগুলি অস্বীকার করেন। অনেকে মনে করেন নিবেদিতার উপর থেকে চাপ কমাবার জন্য অরবিন্দ তাঁর সাথে নিবেদিতার রাজনৈতিক সম্পর্কের কথা অস্বীকার করেন বিশেষ করে যখন অরবিন্দ তাঁর অনুপস্থিতিতে 'কর্ম যোগিন' এর সম্পাদকের পদ নিবেদিতাকে অর্পণ করেন। যে অল্প সময়ের জন্য নিবেদিতা 'কর্ম যোগিন' এর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন তা ছিল জাতীয়তাবাদী উদ্বুদ্ধদাতা হিসাবে তাঁর শেষ কাজ। ১২ ই মার্চ নিবেদিতা তাঁর সম্পাদকের পদটিকে ব্যবহার করলেন একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদকীয় লেখার মাধ্যমে যার মধ্যে দিয়ে তিনি প্রত্যক্ষ জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকে বিদায় জানালেন কিন্তু একই সাথে জাতীয়তাবাদের প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করলেন। 'কর্ম যোগিন' পত্রিকার মার্চ মাসের সংখ্যাটি প্রকাশিত হবার একমাসের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার 'কর্ম যোগিন' পত্রিকাটি বন্ধ করে দেয়। ১৯১০ সালের ৭ই এপ্রিল নিবেদিতা Ratcliffe কে চিঠিতে লেখেন -

"Meanwhile, this week the K.Y. [Karma Yogin] has been attacked. There was a Bengali weekly printed at the same office - Dharma. This was stopped unless deposit of Rs. 2000 made. Not made - A.Gh. [Aurobindo Ghosh] and the printer of K.Y[Karma Yogin] were to be arrested, on article which I enclose. I trust you can give the article publicity in England."[xiii]

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষণে শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ভূমিকায় নিবেদিতার প্রভাবঃ

নিবেদিতার বাড়িতে বহু রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিকল্পনা সংগঠিত হয়েছে, বহু গুরুত্বপূর্ণ ভাবধারার আদান প্রদান ঘটেছে যার প্রভাব আধুনিক ভারতের ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য। যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা নিবেদিতার বাড়িতে যাতায়াত করতেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন "The Statesman" এর ব্রিটিশ সম্পাদক S. K. Ratcliffe এবং তাঁর স্ত্রী। Ratcliffe তাঁর নিজেস্ব প্রভাব খাটিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সহায়তা করেছেন। মিথ্যা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের জাগ্রত করার বিষয়ে নিবেদিতার বহু প্রবন্ধ Ratcliffe এর সহায়তায় তাঁর পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছে। কোনো বিশেষ কারণে Ratcliffe তাঁর পদ থেকে ইস্তফা দিলে নিবেদিতা তাকে অন্য একটি পত্রিকার সম্পাদক করার চেষ্টা করেন কিন্তু কোন কারণ বশত সফল হন নি। তবে সস্ত্রীক Ratcliffe ইংল্যান্ডে ফিরে গিয়েও ভারতের জন্য অনেক কাজ করেন। পরে নিবেদিতা বুঝতে পেরেছিলেন যেভাবে Ratcliffe ভারতে ব্রিটিশ রাজের অন্যায় ও দুর্নীতি সম্পর্কে সোচ্চার হয়ে ছিলেন ভারতে থাকলে তাকে হয়তো জেলবন্দী করা হতো।[xiv]

Ratcliffe এর মতোই আর একজন ব্রিটিশ সাংবাদিক যিনি নিবেদিতার বাড়িতে যাতায়াত করতেন তিনি H. W. Nevinson । ভারতে থাকাকালীন এবং ইংল্যান্ডে ফেরৎ যাবার পরেও তিনি ভারতের জন্য লড়াই অব্যাহত রেখেছিলেন। ১৯০৭ সালে মিস ম্যাকলয়েড কে লেখা নিবেদিতার একটি চিঠি থেকে জানা যায় যে ব্রিটিশ সরকারের সমালোচনা করে Nevinson বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন।[xv]

নিবেদিতা ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম মধ্যপন্থী নেতা রমেশ চন্দ্র দত্তের সুপরিচিত ছিলেন। ওনার লেখা ভারতীয় অর্থনীতির উপর নানা ধরনের বইপত্র পড়তেন এবং অন্যদের সেইসমস্ত বই পড়ার উৎসাহ দিতেন। রমেশ চন্দ্র দত্ত নিবেদিতাকে " The Web of Indian Life " বইটি লেখার ব্যাপারে ভীষণ ভাবে উৎসাহিত করেন।[xvi]

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে আরেকটি যে বিষয় নিবেদিতাকে প্রভাবিত করেছিল তা হলো ভারতীয় শিল্প সংস্কৃতি। অনুকরণের মায়াজাল থেকে মুক্ত করে শিল্পীর রসদৃষ্টিকে তিনি কেন্দ্রীভূত করলেন ভারতবর্ষের দিকে। দেখিয়ে দিলেন জাতির অগ্রগতির জন্য শিল্পের সহায়তা কত প্রয়োজন, শিল্পীর দায়িত্ব কত বিশাল। লেখনী তুলে নিলেন ভারত শিল্পের প্রচারে। এক্ষেত্রে তাঁর বেশ কিছু বিদগ্ধ সহযোদ্ধারা হলেন E. B. Havell, আনন্দ কুমারাস্বামী, আর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু এবং অসিত হালদার। E. B. Havell ছিলেন মাদ্রাজ স্কুল অব আর্টের সুপারেন্টটেডেন্ট। ১৮৯৬ থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন কলকাতার সরকারী আর্ট গ্যালারির নিয়ন্ত্রক। নিবেদিতার সাথে তাঁর প্রথম পরিচয় হয় ইংল্যান্ডে এবং পরবর্তীকালে সিস্টার্স হাউসে তাঁর নিয়মিত যাতায়াত ছিল। Barbara Foxe এর মতে E. B. Havell, নিবেদিতা এবং কুমারাস্বামী একটি বিশেষ মতবাদের ক্রমাগত প্রতিবাদ করেন যেই মতবাদে বলা হতো ভারতীয় শিল্পকলার শিকড় নিহিত রয়েছে গ্রীক শিল্পে।[xvii]

ব্রিটিশদের দ্বারা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির গৌরবজ্বল ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে মলিন করার অপপ্রচেষ্টাকে নিবেদিতা দৃঢ় ভাবে প্রতিরোধ করেন। ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রকোপে ভারতীয় জনসাধারণ সংস্কৃত ভাষাকে ভুলতে বসেছিল। এই সময় নিবেদিতার " Cradle Tales of Hinduism " বইটি ভারতীয়দের মধ্যে এক নতুন দিশার সন্ধান দেয়। তারা আবার নিজেদের প্রাচীন ঐতিহ্যের কাছে ফিরে আসতে শুরু করে। নিবেদিতা তাঁর তীর্থযাত্রা ও ভ্রমণের মনোমুগ্ধকর বর্ণনা প্রদানের মাধ্যমে ভারতীয়দের মধ্যে তাদের অতীত সম্পর্কে গর্বের অনুভূতি জাগরিত করেন। পশ্চিমী সেইসমস্ত লেখকের প্রতি নিবেদিতার কোনো শ্রদ্ধা ছিল না যারা বলতেন ভারতীয়দের কোন ইতিহাস বোধ নেই কারণ নিবেদিতা জানতেন যে ভারত এমন একটি অসাধারণ দেশ যে নিজেই নিজের ইতিহাস সৃষ্টি করে।[xviii]

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর যিনি ছিলেন ক্যালকাটা আর্ট স্কুলের সহ অধ্যক্ষ, নিবেদিতার সাথে যোগাযোগ হবার আগে পর্যন্ত তিনি ইউরোপিয়ান ভাবধারা সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু নিবেদিতার সান্নিদ্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে এবং ক্যালকাটা স্কুল নামে তিনি একটি নতুন শিল্পকলা প্রতিষ্ঠা করেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছু ছাত্র যেমন অসিত হালদার এবং নন্দলাল বসু নিবেদিতার গুণমুগ্ধ ছিলেন। একবার তাদেরকে না জানিয়ে নিবেদিতা তাদের জন্য ট্রেনের টিকিট কেটে অজন্তায় পাঠাবার ব্যবস্থা করেন যাতে তারা সেখানকার চিত্রকলা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে পারেন। তারই উৎসাহ দানের ফলে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যরা নবযুগ আনলেন ভারতীয় শিল্পে। প্যারিসের শিল্প মেলায় অবনীন্দ্রনাথের জয়ধ্বনি ভারতবাসীর আত্মপ্রত্যয় এবং আত্মপরিচয়ের এক নবতর স্বীকৃতি, যার জন্য ভারতবাসী নিবেদিতার কাছে চিরঋণী।

১৯০৮ বা ১৯০৯ সালের বোসপাড়া লেনের বাড়ির একটি চিত্র নন্দলাল বসু আঁকেন যেখানে সিস্টার নিবেদিতা ও ক্রিস্টিন এর সাথে তিনি ও সুরেন গাঙ্গুলি বসে আছেন।[xix] অনেক বছর পর তাঁর জীবনে নিবেদিতার প্রভাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে নন্দলাল বসু বলেন যে - " When she died, it was like being deprived, of the presence of a guiding angel."[xx]

অসিত হালদার লিখেছেন - " আমাদের উপদেশচ্ছলে বার বার সাবধান করেতন আমরা যেন আর্ট ছেড়ে পলিটিক্সে যোগ না দিই। আমাদের হাতে দেশের অবলুপ্ত অর্থের নবজাগরণ নির্ভর করছে, সেটাও দেশের জাগৃতি ও স্বাধীনতার পক্ষে বড় কাজ - সেই কথাই ভগিনী নিবেদিতা আমাদের বোঝাতেন।" [xxi]

সিস্টার নিবেদিতা এবং আনন্দ কুমারাস্বামী রচিত " Myths and Legends of the Hindus and Buddhists" বইটিতে চিত্রাবলী অঙ্কনের দায়িত্বে যেসমস্ত শিল্পীরা ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন নন্দলাল বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অসিত হালদার। নিবেদিতার মৃত্যুর পরে ১৯১৩ সালে লন্ডনে প্রকাশিত বইটির প্রথম সংস্করণে এই অসাধারণ চিত্রগুলি যুক্ত করা হয়।[xxii]

নিবেদিতা নিজে একজন অসাধারণ লেখিকা হলেও অনেকের মতে তিনি জীবনের অধিক সময় ব্যয় করেছেন অন্য লেখকদের সাহায্য করতে। সেক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নাম হলো বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার জগদীশ চন্দ্র বোস। জগদীশ চন্দ্র বোসের জটিল বিজ্ঞানভাবনাকে লিখিত রূপ দেওয়া একজন বিজ্ঞান শাস্ত্র না-জানা লেখকের পক্ষে যে কতটা কঠিন কাজ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যেহেতু ভাষার ওপর নিবেদিতার অসম্ভব ভালো দক্ষতা ছিল তাই তিনি জগদীশ চন্দ্রের গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ এবং পুস্তক রচনায় সর্বত ভাবে সাহায্য করেছিলেন। নিবেদিতা জগদীশ চন্দ্র বোসকে যেসমস্ত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ এবং গ্রন্থ রচনায় প্রত্যক্ষ ভাবে সহায়তা করেন তার মধ্যে অন্যতম হলো " Living and Non-Living", "Plant Response", "Comparative Electro-Physiology" এবং "Irritability of Plants"। নিবেদিতার মেধাবী ও শক্তিশালী লেখনী জগদীশচন্দ্র বোসের রচনা প্রস্তুতিতে যার পর নাই সহায়তা করেছিল, যদিও এসব কথার উল্লেখ খুব বেশি একটা পাওয়া যায় না। এমনকি জগদীশচন্দ্র বোসের স্বীকৃতি উল্লেখেও নিবেদিতার অবদানের কথা স্থান পায়নি। তৎকালীন পরাধীন ভারতবর্ষে জগদীশচন্দ্র বোসের বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে নিবেদিতার যে কী বিশাল অবদান ছিল সেই দিকটি আজও অনেকের কাছে অজানা রয়ে গেছে। শুধু তাই নয় ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিকরা যখন জগদীশ বোসের কাজকে খারিজ করে দিচ্ছিলেন বা তাঁর কাজে ব্রিটিশ প্রশাসন বাঁধার সৃষ্টি করছিলেন তখন নিবেদিতা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় জগদীশ বোসের কাজ সম্পর্কে প্রবলভাবে লেখালেখি শুরু করেন।

বহু বছর ধরে জগদীশ চন্দ্র বোস একটি বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখেছিলেন কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন ছিল প্রচুর অর্থের। নিবেদিতার অনুরোধে সারা বুল তৎকালীন সময়ে দুটি পর্যায়ে মোট চল্লিশ হাজার ডলার দান করেন জগদীশচন্দ্রের স্বপ্নের বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' নির্মাণে।

নিবেদিতা ও ক্রিস্টিন এর বোসপাড়া লেনের বাড়ির নিয়মিত অতিথি ছিলেন জগদীশ চন্দ্র বোস। স্বামী পরমানন্দের মার্কিন শিষ্যা সিস্টার দেবমাতার লেখা থেকে এবং ১৯০৫ সালের ২২ শে নভেম্বরে জোসেফাইন ম্যাকলয়েডকে লেখা নিবেদিতার চিঠি থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে নিবেদিতা জগদীশ চন্দ্র বোসের সমস্ত ধরনের লেখালেখিতে সর্বত ভাবে সাহায্য করেছিলেন। সিস্টার দেবমাতা বেশ কিছুদিন নিবেদিতা ও ক্রিস্টিনের সাথে তাদের বোসপাড়া লেনের বাড়িতে বসবাস করেছিলেন। তিনি খুব কাছ থেকে নিবেদিতা ও আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বোসকে প্রত্যক্ষ করেন। দেবমাতা বলেন যে - " Literary work absorbed Sister Nivedita so profoundly to enable her to take part to any extent in teaching. She was occupied also in assisting the famous botanist, Dr. J. C. Bose, in preparing a new book on plant life. He spent several hours every day at this school and sometimes lunched there, so I had a delightful opportunity to know him."[xxiii]

জগদীশ চন্দ্র বোসের বিজ্ঞানচর্চায় এবং জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভে নিবেদিতার অকৃপণ দানের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন - "On the day of his success, Jagadish gained an invaluable energiser and helper in Sister Nivedita, and in any record of his life's work, her name must be given a place of honour. Nivedita took an active interest in Jagadish Chandra Bose's scientific activities."

আরেকজন বিখ্যাত ব্যক্তি যাকে নিবেদিতা পুস্তক রচনার ক্ষেত্রে সাহায্য করেন তিনি হলেন দীনেশ চন্দ্র সেন। নিবেদিতা মায়ের মতো একাধারে যেমন তাকে উৎসাহিত করতেন, তাঁর কাজের জন্য প্রশংসা করতেন আবার অন্যদিকে রাজনীতিতে উৎসাহ না থাকার কারনে তাকে ভর্ৎসনাও করতেন। দীনেশ চন্দ্র সেন " A History of the Bengali Language and Literature" লেখার সময় নিবেদিতাকে বইটি সম্পাদনা করতে অনুরোধ করেন। Ratcliffe কে লেখা চিঠিতে নিবেদিতা একাধারে যেমন বইটির প্রশংসা করেন আবার অপর একটি চিঠিতে এই পুস্তকটি থেকে নতুন জ্ঞান লাভ করার আনন্দ Ratcliffe দের সাথে ভাগ করে নেন। কিন্তু বইটি লেখা শেষ হবার পর নিবেদিতা দীনেশ চন্দ্র সেনকে বলেন যাতে কৃতজ্ঞতা স্বীকারের উদ্দেশ্যে তিনি কোন ভাবেই তিনি বইটিতে নিবেদিতার নাম উল্লেখ না করেন। পরবর্তীকালে দীনেশ চন্দ্র সেন লেখেন - "I have only read in the Gita about selfless work, but have hardly come across any one with detachment like her."[xxiv]

রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন তাঁর ছোটমেয়ে মীরাকে ইংরেজি শেখানোর জন্য। নিবেদিতা এই প্রস্তাব শুনে রেগে গিয়েছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, “সেকি! ঠাকুরবংশের মেয়েকে এক বিলাতী খুকু বানাবার কাজটা আমাকেই করতে হবে?” নিবেদিতা মনে করতেন একটি জাতি গড়ে ওঠে তার নিজস্ব শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ভাষার মুক্তচর্চার মাধ্যমে। ঠাকুরবাড়ির সবকিছুই যেখানে দেশীয় সংস্কৃতিকে স্বাধীনভাবে বিকাশের পক্ষে, সেখানে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কিনা চাচ্ছেন নিজের মেয়েকে সম্পূর্ণরূপে ইংরেজি

শিক্ষায় শিক্ষিত করতে! নিবেদিতা রবীন্দ্রানাথকে বলেছিলেন, "ঠাকুরবাড়ির ছেলে হয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতায় আপনি এমনই আবিষ্ট হয়েছেন যে নিজের মেয়েকে ফোটাবার আগেই নষ্ট করে ফেলতে চান?" সেদিন নিবেদিতার উক্তির কোনও প্রতিবাদ করেন নি রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশীয়ানা পরবর্তীকালে ক্ষুরধার সমালোচনা করেছে ভারতের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার। পরবর্তী সময়ে নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প ' কাবুলিওয়ালা ' ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। ইতিহাস সাক্ষী দেয় নিবেদিতার ভারতীয়ত্ব ছিল নিখাদ। ভারতবর্ষের প্রতি ভালোবাসায় তাঁর হৃদয় ছিল কানায় কানায় ভরা।

বিখ্যাত তামিল জাতীয়তাবাদী কবি সুব্রামনিয়াম ভারতী নিবেদিতাকে নিজের গুরু হিসেবে মানতেন। কলকাতায় নিবেদিতার সাথে প্রথম সাক্ষাতেই নিবেদিতার মধ্যে জ্বলন্ত শক্তিকে তিনি প্রত্যক্ষ করেন। নিবেদিতার সাথে এই স্বাক্ষাতেই কবি ভারতী সাম্যের এক অসাধারণ পাঠ গ্রহণ করলেন নিবেদিতার কাছ থেকে যিনি তাঁকে উপদেশ দিলেন লিঙ্গ, জাতি, শ্রেণী, জন্ম নির্বিশেষে সমস্ত পার্থক্য ভুলে যেতে। প্রত্যেক জাতীয়তাবাদী ভারতীয় হলেন আগে ভারতমাতার সন্তান। তাই একই মাতার সন্তানদের মধ্যে কি করে পার্থক্য থাকবে। একই সাথে নিবেদিতা বললেন প্রত্যেক দেশপ্রেমিক ভারতীয়কে তৈরী থাকতে হবে অত্যাচারী বিদেশী শাসককে দেশ থেকে বিতাড়নের জন্য। এইভাবে তামিলনাড়ুর এক ব্রাহ্মণ সাংবাদিক কবি হয়ে উঠলেন নিবেদিতার উৎসর্গীকৃত শিষ্য। কবি ভারতী তাঁর প্রথম দুটি কাব্যগ্রন্থ নিবেদিতার নাম উৎসর্গ করেন।[xxv]

স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে নিবেদিতার অবদান ও জাতি গঠন:

স্বামী বিবেকানন্দ চাইতেন ভারতের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে। নিবেদিতা গ্রহণ করেন সেই দায়িত্ব। স্বামীজীর মানসকন্যা নিবেদিতা নিজের একান্ত উদ্যোগে ভারতীয় শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় তাঁর গুরুর ইচ্ছাকে এক অনন্য রূপদান করেন। ১৮৯৮ সালের ১৩ই নভেম্বর কালী পূজার দিন স্বামীজি ও কয়েকজন গুরু ভাইয়ের উপস্থিতিতে স্বয়ং সারদা মা ১৬নং বোসপাড়া লেনে নিবেদিতার স্বপ্নের বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করলেন। গুটিকয় বাচ্চা মেয়ে নিয়ে শুরু হলো নিবেদিতার স্বপ্নের পথ চলা। বিদ্যালয়টি ছিল মেয়েদের আনন্দ নিকেতন। কারও করুনার প্রত্যাশী না হয়ে, সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টাতে অর্ধাহারে অনাহারে থেকে লেখনী ও বক্তৃতা দানের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে বিদ্যালয়ের খরচ জোগাড় করেছেন। ছাত্রীদের চরিত্র গঠন ও দেশভক্তির উজ্জীবনই ছিল তাঁর নিরলস প্রয়াস। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এদেশের মেয়েরা লেখাপড়া না শিখলে সমাজের প্রকৃত মুক্তি কোনদিন সম্ভব নয়। নিবেদিতা চাইতেন ভারতীয় মেয়েরা শিক্ষিত হবে, কাজ করবে, সাহসী হবে, আবার মেয়েদের সহজাত যে সৌন্দর্যবোধ, তা'ও হারিয়ে ফেলবে না। শুধুমাত্র বিভিন্ন স্থানে ভাষণ দিয়ে, পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধ রচনা করে যে তিনি স্কুল চালাবার প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করেছিলেন তাই নয়, স্বামীজির পরামর্শে অর্থের সংস্থান করার জন্য তিনি পাশ্চাত্যেও গিয়েছিলেন। নিবেদিতা ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষয়িত্রী। তিনি বুঝেছিলেন বিদেশী শিক্ষার অন্ধ অনুকরণ অপ্রয়োজনীয়। ভারতের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখে যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োজন। নারীকে

আত্মনির্ভরতার শিক্ষা দেবার পাশাপাশি উপার্জনক্ষম করে তোলা ছিল তাঁর ইচ্ছা। তাই পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি অর্থকরী শিক্ষার মাধ্যমে যাতে মহিলারা স্বনির্ভর ও উপার্জনক্ষম হয়ে উঠতে পারেন সেদিকেও নিবেদিতার প্রখর দৃষ্টি ছিল। পরবর্তীকালে ভগিনী সুধীরা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রীদের সহায়তায় ১৯১২ সালে নিবেদিতার বিদ্যালয়ের দুটি শাখা কলকাতার হাতিবাগান ও বালিতে এবং আর একটি শাখা ১৯১৯ সালে পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা শহরে স্থাপন করেন। ১৯১৬-১৮ সালের ত্রিবার্ষিক রিপোর্ট থেকে জানা যায়- তখন পর্যন্ত সাতশোর উপরে বালিকা এবং আন্দাজ তিনশো আন্তঃপুরের মহিলা ওই বিদ্যালয়ে শিক্ষা নিতেন। দুশো দরিদ্র মহিলা সেলাই প্রভৃতি হাতের কাজ শিখে স্বাবলম্বী হয়েছিলেন।[xxvi] এইভাবে মহিলা ক্ষমতায়ন এর মাধ্যমেও নিবেদিতা জাতি গঠনের প্রচেষ্টা করেছেন নিরন্তর।

উপসংহার: বিগত বছরগুলোতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বহু বিতর্ক ও আলাপ আলোচনা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে নিবেদিতার দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। নিবেদিতার মতে ব্রিটিশরা ভারতীয় জাতি সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন বলেই তারা বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন অংশকে ভারতীয় উপনিবেশের মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন। একথা বলা যায় জাতি হলো একটি জটিল সমষ্টি। সেই কারণে ভারতের বিভিন্নতা ভারতীয় ঐক্যের পথে অন্তরায় না হয়ে তার সহায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ও বিকাশে একটি জাতির নবজাগরণ যখন সূচিত হয় তখন সেই জাগরনের প্রেরণা সঞ্চারিত ও পল্লবিত হয় সমাজজীবনের প্রতিটি অংশে। নিবেদিতা একটি জাতির চরিত্রকে অসাধারণ ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। বর্তমানে বহু পণ্ডিত নিবেদিতার সাথে সহমত পোষণ করেন। ভারতীয় সংস্কৃতির এমন কোন অংশ নেই যাকে নিবেদিতা স্পর্শ করেননি এবং যার গৌরবোজ্জ্বল প্রকৃতিকে সকলের সামনে তুলে ধরেননি। তবে নিবেদিতা সেই ভারতীয় সমাজের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেছেন যেই সমাজ তথাকথিত অস্পৃশ্যদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল। এক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গিকেই তিনি গ্রহণ করেছেন। বিংশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা তথা ভারতে নবজীবনের ও জাতিয়তাবাদের যে জোয়ার আসে ভগিনী নিবেদিতার প্রত্যক্ষ প্রভাব ও প্রেরণাই যে ছিল সেই যুগান্তরের মূলে তা অনস্বীকার্য।

তথ্যপঞ্জী :

[i] Sister Nivedita,(1915) *Footfalls of Indian History*, Advaita Ashrama
[ii] Pravrajika Atmaprana. (2017). *Sister Nivedita* (8th Ed). Sister Nivedita Girls' School
[iii] Chatterjee Rakhahari, Nivedita and Contemporary Indian, A.K.Mazumdar(ed.), *Nivedita Commemoration Volume*(Calcutta: Vivekananda Janmotsava Samiti,1968), pp-220-221
[iv] Swami Lokeswarananda, in A.K.Mazumdar Edited *Nivedita Commomeration Volume*, pp-18
[v] Pravrajika Shuddhatmaprana (2017). Breakfast with the Sisters: A Meeting of Great Minds. *Prabuddha Bharata*, 122(1), 71-82
[vi] Foxe Barbara, (1975) *Long Journey Home*. Rider
[vii] Foxe Barbara, (1975) *Long Journey Home*. Rider

[viii] Burman Debajyoti, "Sister Nivedita and Indian Revolution", Mazumdar.A.K(ed.), *Nivedita Commemoration Volume*

[ix] Visram Rozina,(1986). *Ayahs, Lascars and Princes*. Pluto

[x] Burman Debajyoti, "Sister Nivedita and Indian Revolution" , Mazumdar.A.K(ed.), *Nivedita Commemoration Volume*

[xi] Purani, " *The Life of Sri Aurobindo*", pp-64-65

[xii] Sister Nivedita , " *Indian Art*"(articles from the Modern Review,1907), CW iii.3-90

[xiii] Pravrajika Shuddhatmaprana(2017). Breakfast with the Sisters: A Meeting of Great Minds. *Prabuddha Bharata*, 122(1), 71-82

[xiv] Pravrajika Shuddhatmaprana (2017). Breakfast with the Sisters: A Meeting of Great Minds. *Prabuddha Bharata*, 122(1), 71-82

[xv] Pravrajika Shuddhatmaprana (2017). Breakfast with the Sisters: A Meeting of Great Minds. *Prabuddha Bharata*, 122(1), 71-82

[xvi] Pravrajika Shuddhatmaprana (2017). Breakfast with the Sisters: A Meeting of Great Minds. *Prabuddha Bharata*, 122(1), 71-82

[xvii] Foxe, Barbara (1975). *Long Journey Home.* Rider

[xviii] Nandakumar,Prema(2017). Sister Nivedita: Offering of Grace. *Prabuddha Bharata*, 122(1), 83-89

[xix] Pravrajika Atmaprana. (2017). *Sister Nivedita* (8th Ed). Sister Nivedita Girls' School

[xx] Foxe, Barbara (1975). *Long Journey Home.* Rider

[xxi] পাল,চিত্তরঞ্জন(১৯৫৭).ভারতে জাতীয়তাবোধ উন্মেষণায় - ভগিনী নিবেদিতা. সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত (সম্পাদিত), *সমকালীন (পৃষ্ঠা ৩০০-৩০৮),* কলকাতা লিটিল ম্যাগাজিন ও গবেষণা কেন্দ্র

[xxii] Pravrajika Shuddhatmaprana (2017). Breakfast with the Sisters: A Meeting of Great Minds. *Prabuddha Bharata*, 122(1), 71-82

[xxiii] Sister Devamata (2003). *Days in an Indian Monastery*. Ramkrishna Math

[xxiv] Foxe, Barbara (1975). *Long Journey Home.* Rider

[xxv] Nandakumar,Prema (2017). Sister Nivedita: Offering of Grace. *Prabuddha Bharata*, 122(1), 83-89

[xxvi] Chanda,Sanghamitra (2021). নারী শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়নের সেকাল একাল: লোকমাতা নিবেদিতার প্রাসঙ্গিকতা. *Pratidhwani the Echo*, X(1),43-53